শিক্ষা

প্রিসিলা রাজ

ঝরেপড়াদের স্কুল

'২৫ কার্তিক ১৪০৭ সাল। আজ বৃহস্পতিবার। আমি আজ খুব ভোরে উঠেছি। তারপর মুখ-হাত ধুয়েছি। তারপর গরু বের করেছি। তারপর গরুর ঘর আর ঘাস দিয়েছি। এখন বারান্দায় গিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম। এখন পড়তে বসেছি। প্রথমে বাংলা বই পড়ব। তারপর নাস্তা করে স্কুল চলে এলাম।'

মোঃ মনিরুল ইসলামের শিক্ষা ডায়রি থেকে। মনিরুল তখন ব্র্যাকের সহায়তায় পূর্বাশা যুব সংঘ পরিচালিত কুষ্টিয়ার ছাতিয়ান উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিল।

বিদ্যালয়ের মুখ একেবারেই না দেখা বা বিদ্যালয় থেকে ঝরেপড়া ছেলেমেয়েদের ন্যূনতম লেখাপড়া শেখানোর প্রচেষ্টা থেকে ১৯৮২ সালের দিকে শুরু হয়েছিল ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি (বিইপি)। আজকে সেই কার্যক্রম দেশের ভেতরে বিপুল বিস্তার লাভ করে ছড়িয়ে পড়েছে এশিয়া ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশে। প্রতিবেদনের এই ছোট্ট পরিসরে বাংলাদেশে বিইপির মূল পরিচয়টুকুই কেবল তুলে ধরা হল।

ল্যাছড়াগঞ্জ কতদূর? : ল্যাছড়াগঞ্জ যেতে হরিরামপুরের আন্তারমানিক ঘাট থেকে ট্রলার ধরতে হয়। এই প্রতিবেদক সেখানে গিয়েছিলেন ২০০৬ সালের অক্টোবরে। পদ্মা সে সময়টাতে কিছুটা শান্ত হয়ে এলেও যে কোন সময়ে উত্তাল হয়ে উঠতে পারে। চরে চরে বর্ণনার অতীত সৌন্দর্যে কাশফুল ফুটে আছে। ল্যাছড়াগঞ্জে কোনো নৌকাঘাট নেই, বর্ষায় অবস্থা আরও খারাপ হয়। ঘণ্টাখানেক পর ট্রলারের যাত্রীদের নামিয়ে দেয়া হল কাশবনের মধ্যিখানে। সেখান থেকে সাত-আট কিলোমিটার হেঁটে ভগবানচর গ্রামে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির (এইচআরডিএস) অফিস। রাজধানী থেকে এত কাছে একটি এলাকা যে এত দুর্গম হতে পারে তা এখানে না এলে বিশ্বাস করা যায় না। মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নের সাতটিই এক সময় পদ্মার গর্ভে চলে গিয়েছিল। এখন আবার পাঁচটি ইউনিয়নের জমি জেগে উঠে ল্যাছড়াগঞ্জ নামের এই বিশাল চরটি সৃষ্টি করেছে। কিন্তু চরটি এখনও স্থায়ী হয়নি, এর এক পাড় গড়ে তো আরেক পাড় ভাঙে। এ অবস্থাতেই এই চরে প্রায় ১০ হাজার পরিবারের বাস। এরা বসতবাটি নিয়ে ভাঙা অংশ থেকে গড়া অংশে নিত্য ছুটে বেড়ায়। এভাবেই চলছে দশকের পর দশক।

এইচআরডিএস মানিকগঞ্জের এরকম দুর্গম চরাঞ্চলে ব্র্যাকের সহায়তায় দশটি উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় পরিচালনা করছে। অফিসের কাছেই মোঃ কাশেম বেপারির বাড়িতে বসে ভগবানচর উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুলের শিক্ষক কাশেম বেপারির পুত্রবধূ জাকিয়া সুলতানা।

জাকিয়ার স্কুল আর পাঁচটা ব্র্যাক স্কুলের মতোই গোছানো, পরিচ্ছন্ন, অনাড়ম্বর। একটি টানা লম্বা ক্লাসঘর। বাইরে সারি করে সাজিয়ে রাখা পড়ুয়াদের 'যুতা-স্যান্ডেল'। পড়ুয়ারা ক্লাসঘরের ভেতর ইংরেজি ইউ-এর আকারে মাটিতে বসে। প্রত্যেকের একটি করে ছোট পাটি। বই-খাতা পরিপাটি করে গোছানো। পেন্সিল-পেন-স্কেল রাখার জন্য কখনও বাঁশ কেটে বানানো কৌটা, কখনও ঠাণ্ডা পানীয়ের বোতলের অর্ধেকটা কেটে বানানো মগ। দেওয়ালের গায়ে সাজানো পড়ুয়াদের আঁকা আর লেখা।

ব্র্যাকের এডুকেশন সাপোর্ট প্রোগ্রামের (ইএসপি) আওতায় পরিচালিত স্কুলগুলো তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত, যা একজন শিক্ষকই পড়াবেন। জাকিয়া এখন প্রথম শ্রেণী পড়াচ্ছেন। স্কুল শুরু হয়েছে ২০০৬ সালে। বাচ্চাদের নিয়ে জাকিয়া নাচলেন, গাইলেন। বাচ্চারা কেউ কেউ কবিতা আবৃত্তি করল। কেউ কেউ কাগজ দিয়ে নৌকা, পিকা এসব বানিয়ে দেখাল।

মোঃ কাশেম বেপারি মোটামুটি সম্পন্ন কৃষক, ছয়-সাত বিঘা জমি আছে। তিনি স্থানীয় ল্যাছড়াগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য। তারপরও নিজের বাসায় ব্র্যাক স্কুল বসানোর কারণ ব্যাখ্যা করেন, 'বর্তমানে প্রাইমারি স্কুলের অবস্থা খুব খারাপ। টিচাররা ল্যাছড়াগঞ্জের বাইরে থেকে আসে। ট্রলার রওনা দেয় নয়টায়। এরা আসতে আসতে এগারোটা বাজে।'

এইচআরডিএস-এর নির্বাহী পরিচালক মঞ্জুর আলম খান জানান প্রতিষ্ঠানটির দুজন কর্মী চরে ঘুরে ঘুরে স্কুলগুলোর তদারকি করেন।

স্কুলের ধরন : ব্র্যাক স্কুলগুলো প্রথমদিকে ছিল তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিচালিত। যারা পড়া চালিয়ে যেতে চাইত তাদের স্থানীয় অন্য স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হতো। কিন্তু চাহিদা বাড়তে থাকায় শেষ পর্যন্ত ব্র্যাক স্কুলগুলোকেই পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত করা হয়। এখন ব্র্যাক স্কুল কর্মসূচি মূল ধারার শিক্ষা কর্মসূচিরই অনুরূপ।

এখন ব্র্যাক মূলত চার ধরনের স্কুল পরিচালনা করে। ব্র্যাক প্রাইমারি স্কুল, ব্র্যাক এডোলেসেন্ট প্রাইমারি স্কুল, আদিবাসী স্কুল এবং এডুকেশন সাপোর্ট প্রোগ্রাম (ইএসপি) পরিচালিত স্কুল। ৮-১০ বছরের বিদ্যালয় থেকে ঝরেপড়া শিশুদের ভর্তি করা হয় ব্র্যাক প্রাইমারি স্কুলে। ব্র্যাক এডোলেসেন্ট প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করা হয় একই পরিস্থিতির ১১-১৪ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের। আদিবাসী বিদ্যালয়গুলো দেশের যেসব এলাকায় আদিবাসীদের বসবাস সেখানে অবস্থিত এবং এখানে স্থানীয় আদিবাসী ভাষার মাধ্যমে আদিবাসী শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষা দেয়া হয়। এই তিন ধরনের স্কুলে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। এসব স্কুলে জাতীয় পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক পড়ুয়াদের জন্য নির্ধারিত ৫৩টি যোগ্যতা নির্দেশক শিক্ষা দেয়া হয়। চতুর্থ ধরন অর্থাৎ ইএসপি স্কুলে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্র্যাক স্কুলগুলোতে শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং বিশেষ ধরনের যত্ন প্রয়োজন এমন শিশুদের ভর্তি করার দিকে জোর দেয়া হয়েছে।

কিশোরী কেন্দ্র : ছেলেরা টিটকারি না দেয়ার জন্য, ছেলেদের বাচ্চা না হওয়ার দোষ যাতে মেয়েদের ওপর না চাপায় সে জন্য বই দরকার, ট্রেনিং দরকার।

'এই ট্রেনিংয়ে বিয়ের দলিল আর মাসিকের সময় যা করতে হয় সেইটাই সবচেয়ে বড় উপকার হইছে।' বলেছে ব্র্যাকের কিশোরী কেন্দ্রে আসা দুই কিশোরী।

ব্র্যাক স্কুল শেষ করার পর যেসব মেয়ে আর পড়ে না বা যাদের বিয়ে হয়ে যায় তারা যাতে পড়ালেখা ভুলে না যায় সে লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে শুরু হয় কিশোরী উন্নয়ন কর্মসূচি। গ্রামের কিশোরীদের জন্য একটি সামাজিক মেলামেশার কেন্দ্র তৈরিই ছিল এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য। গ্রামের কোন একটি বাড়িতে মেয়েরা একসঙ্গে হয়ে গল্পগুজব, বই-পত্রিকা পড়া, অন্দরে খেলা যায় এমন খেলাধুলা ও নাচ-গান করে। এ থেকেই পরে চালু হয় আপন কর্মসূচি, যা কিশোরী কেন্দ্রগুলোতে মেয়েদের প্রজনন স্বাস্থ্য, বিয়ের নিয়মকানুন, উত্তরাধিকার, মাদক, এইডস এসব বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির কাজটিও করা হয়। কিশোর-কিশোরীরা যাতে অন্যদেরও এসব বিষয়ে সচেতন করতে পারে সে প্রশিক্ষণও এদের দেয়া হয়। ডিসেম্বর ২০০৬-এ সারাদেশে এরকম ৮,৫৩৮টি কিশোরী কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল ২,৩৪,৩৬৮ জন কিশোরী।

গণকেন্দ্র পাঠাগার
রজনীগন্ধা ফুল
কানে পরব দুল
এখন হলো যে সন্ধ্যা
ফোটে রজনীগন্ধা
আমার পুতুলের বিয়ে
রজনীগন্ধা দিয়ে।

কবিতার লেখক মোঃ ফারুক হোসেন। মানিকগঞ্জের বেতিলায় অবস্থিত ব্র্যাকের প্রথম গণপাঠাগারে ফারুকের সঙ্গে এই প্রতিবেদকের দেখা হয়েছিল ২০০০ সালে। ফারুক তখন ব্র্যাক প্রাইমারি স্কুল শেষ করে স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ছে।

মানিকগঞ্জের কুশেরচর ইসমাইল হোসেন উচ্চ বিদ্যালয়ে অবস্থিত কুশেরচর গণকেন্দ্র পাঠাগারটি গঠিত হয়েছে ২০০৫ সালে। একটি বিরাট ঘরে কয়েকটি বইয়ের আলমারি, পড়ার টেবিল আর একদিকে পিও কর্নার। শিশুদের জন্য সপ্তাহে কয়েকদিন গল্প বলা, খেলা, গান আর আঁকাআঁকির আসরও বসে, জানালেন লাইব্রেরিয়ান মমতাজ বেগম।

গণকেন্দ্র পাঠাগারের জন্য ১১ সদস্যের একটি কমিটি থাকে, যার ১০ জনই স্থানীয় অধিবাসী ও একজন ব্র্যাক প্রতিনিধি। স্থানীয় অধিবাসীরা ৫০,০০০ ও ব্র্যাক ৫০,০০০ এভাবে পাঠাগারটির জন্য একলাখ টাকা ব্যাংকে রাখা হয়। এরই সুদ থেকে লাইব্রেরিয়ানের বেতন আসে। পাঠাগারের আসবাবপত্র দেন স্থানীয় অধিবাসীরা, অন্যদিকে ব্র্যাক দেয় বই এবং অন্যান্য সহায়তা। পাঠাগার স্থাপনের পুরো কাজটি খুবই পরিশ্রমসাপেক্ষ। 'এত কষ্ট করে গড়া পাঠাগার। এ তো নষ্ট হতে দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না!' বলেন পাঠাগারটির দায়িত্বে নিয়োজিত ব্র্যাকের কর্মসূচি সংগঠক মোস্তফা কবির।

অবিরত বিকাশ বিইপি'র মূলমন্ত্র : 'আমাদের কাজটা সবসময়ই বিকশিত হচ্ছে', বললেন ড. শফিকুল ইসলাম, বিইপি পরিচালক। প্রতিনিয়তই এখানে নতুন নতুন কর্মসূচি যোগ হচ্ছে, পুরনো কর্মসূচিতে ঢুকছে নতুন বিষয়, নতুন দৃষ্টিকোণ অথবা আঙ্গিক। সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার দিগন্তও ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। এখন ব্র্যাক সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের নানা ধরনের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, সরকারি প্রাইমারিতে যাওয়ার জন্য ২০,০০০-এরও বেশি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলেছে, সরকার ও স্থানীয় অধিবাসী মিলে তৈরি কমিউনিটি স্কুলও পরিচালনা করছে বেশ কিছু। দরিদ্র কিশোরীদের জন্য নানা ধরনের পেশার প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা চলছে। মহানগর বস্তিগুলোতে স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষা কর্মসূচিও ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। এভাবেই প্রতিদিন আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বেসরকারি শিক্ষা কর্মসূচি।

প্রিসিলা রাজ : *গবেষক*

সমকাল
তারিখ 30 APR 2007
পৃষ্ঠা ১৩